কালের কণ্ঠ

তারিখ 14 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

৩৬ হাজার আসন শূন্য, এর পরও অনার্সে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না উত্তীর্ণরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর

৩৬ হাজার আসন শূন্য রেখেই চলতি ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে অনার্স বা স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম শেষ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন 'হঠকারী' সিদ্ধান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ভর্তি হতে পারছে না হাজার হাজার শিক্ষার্থী। ফলে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ না পেয়ে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনই নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আবার আসন শূন্য থাকায় পর্যাপ্ত শিক্ষার্থীর অভাবে ক্লাস শুরু করতে পারছে না কোনো কোনো কলেজ। ভর্তি পরীক্ষায় কয়েকটি নতুন শর্তের কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিভাবক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা—এ তিন শাখায় এবার স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির দুই লাখ ৫২ হাজার আসনের বিপরীতে চার লাখ তিন হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মেধা অনুযায়ী দুই ধাপে ভর্তির শেষ দিন গত ৫ মে মাত্র দুই লাখ ১৬ হাজার শিক্ষার্থীকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়। এতে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজে ৩৬ হাজার আসন শূন্য রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটি চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে। এতে অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের অভিযোগ,

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক

৩৬ হাজার আসন শূন্য, এর পরও অনার্সে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

"তড়িঘড়ি ভর্তি কার্যক্রম শেষ করার পেছনে রয়েছে কিছু মানহীন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মকর্তার 'ভর্তি কমিশন বাণিজ্য'। অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো পড়ে ওঠা মানহীন ওই সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্র পাইয়ে দিতেই অযাচিত শর্ত দিয়ে ৩৬ হাজার আসন শূন্য রেখে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে।"

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, খুলনার ঐতিহ্যবাহী বিএল কলেজে ১৭টি বিষয়ে আসন সংখ্যা তিন হাজার ৩০৫। ভর্তির শেষ দিন গত ৫ মে পর্যন্ত ওই কলেজে আসন খালি রয়েছে ৬৩টি। খালি আসনগুলোর মধ্যে ব্যবসায় শিক্ষায় ১৯, মানবিকে ৩৯ এবং বিজ্ঞান শাখায় পাঁচটি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কলেজের একজন শিক্ষক জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির এবারের করা নিয়ম অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার সময় একজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি হতে ইচ্ছুক এমন পাঁচটি কলেজের নাম পছন্দের ক্রমানুযায়ী উল্লেখ করতে হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনকারীকে মেধার ক্রম অনুযায়ী শুধু ওই পাঁচ কলেজে ভর্তির সুযোগ দেয়। অন্য বছর এ নিয়ম ছিল না। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ওই ছাত্র যে কলেজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আসন খালি থাকত, ওই কলেজেই ভর্তি হতে পারত। আবার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোটা পূরণ না হলে সাধারণ শাখার শিক্ষার্থীদের ওই কোটায় ভর্তির সুযোগ দেওয়া হতো। এবার এ দুই নিয়ম উঠিয়ে দেওয়ায় হাজার হাজার শিক্ষার্থী অনার্সে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। আসন শূন্য থাকায় ছাত্র না পেয়ে অনেক কলেজই আর্থিক সংকটে পড়েছে। আবার অনেক কলেজ শিক্ষার্থীর অভাবে পাঠদান শুরু করতে পারছে না। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে দৌড়ঝাঁপ করছে। ওই দুই শর্ত তুলে দিয়ে শূন্য আসন পূরণ করা হলে বহু ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে। সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোও সংকট থেকে মুক্তি পাবে। বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে জানানো হয়েছে। জানা যায়, অনার্সে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে গতকাল বুধবার পর্যন্ত দেড় হাজার ছাত্রছাত্রী ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তির আবেদন করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় ধাপে ভর্তির তালিকা প্রকাশ করলে অনেকে উপকৃত হবে।

গাজীপুরের শ্রীপুরের পিয়ার আলী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আবুল খায়ের কাশেম কণ্ঠকে জানান, পাঁচ বিষয়ে তাঁর কলেজের আড়াই শ আসনের মধ্যে খালি রয়েছে ২০টি। আসন খালি থাকার জন্য তাঁদের আর্থিক সংকটে পড়তে হবে। এ ঘটনার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সিস্টেম জটিলতাকে দায়ী করেন তিনি।

কয়েকজন অভিভাবক জানান, কোটা তুলে দিয়ে যেসব কলেজে আসন শূন্য রয়েছে সেসব কলেজে ভর্তির সুযোগ দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধারক্রম অনুযায়ী নতুন তালিকা প্রকাশ করা প্রয়োজন। তা না হলে একদিকে যেমন ৩৬ হাজার আসন শূন্য রয়ে যাবে, অন্যদিকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানান, ভর্তি কমিটির অনেক সদস্যই এত অধিক সংখ্যক আসন শূন্য না রেখে আবার একটি তালিকা প্রকাশ করে ভর্তির সুযোগ দেওয়ার পক্ষে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বড় বাধা স্নাতকপূর্ব শিক্ষাবিষয়ক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত ডিন ড. মোবাশ্বেরা খানম। তিনি শুরু থেকেই নতুন তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে তীব্র আপত্তি তুলে আসছেন।

জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্নাতকপূর্ব শিক্ষাবিষয়ক স্কুলের ভারপ্রাপ্ত ডিন ড. মোবাশ্বেরা খানম বলেন, বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষায় তাঁদের আসন রয়েছে দুই লাখ ৫২ হাজার। এ বছর ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ৭৫ হাজার আসনের জন্য দেড় লাখ শিক্ষার্থী আবেদন করে। ৭৫ হাজার আসন থেকে ১০ শতাংশ হারে সাড়ে সাত হাজার আসন বিজ্ঞান ও মানবিক এ দুই শাখার জন্য কোটা হিসেবে রাখা হয়েছিল। বাকি ৯০ শতাংশ আসন বাণিজ্য শাখার ছাত্রছাত্রীদের থেকে মেধার ভিত্তিতে পূরণ করা হয়েছে। একই ভাবে ১০ শতাংশ কোটা রেখে বিজ্ঞান ও মানবিকের তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। এসব কোটায় কেউ ভর্তি না হলে আমাদের কী করার আছে। তিনি বলেন, সব ছাত্রছাত্রী শহরের নামিদামি সরকারি কলেজে ভর্তি হতে চায়। ওই সব কলেজে প্রতিযোগিতা থাকে তীব্র। যে কারণে সরকারি ভালো ভালো কলেজের বেশির ভাগ সিট ফিলাপ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ছেলেমেয়েরা গ্রামের বা প্রাইভেট কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় না। ওই সব কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় অধিক হারে ভর্তি ফি নেয়। অনেক ছাত্রছাত্রীর বড় অঙ্কের ভর্তি ফি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। তাই গ্রামের কলেজগুলোর সিট পরিমাণে বেশি খালি রয়ে গেছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ১৪০.৪৪ নম্বর পেয়েও কোনো ছাত্র ভালো একটি কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। অথচ এর চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়েও অনেকে গ্রামের কোনো কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। আবেদনে যদি ছাত্ররা একটি করে গ্রামের কলেজ উল্লেখ করত তা হলে আরো অধিক পরিমাণ ছাত্র ভর্তির সুযোগ পেত। তিন বলেন, ভর্তির জন্য আর নতুন তালিকা প্রকাশ করা হবে না। আমরা সব কার্যক্রম শেষ করে ফেলেছি।

এ বিষয়ে কথা বলতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি ও ভর্তি কমিটির চেয়ারম্যান ড. মোনজে আহমেদ নূর বলেন, 'এ বিষয়ে এখন কিছু বলতে চাই না। ভর্তি কমিটির বৈঠকে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'